ভূমিকা

'বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধীরে, গল্প ভাঙেন একবারে।' (পৃঃ ৭১৫, ল্যাবরেটরি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৪১০)।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ছোটগল্পের বিষয় ও গঠনকর্ম সম্পর্কে আমাদের একটি তাত্ত্বিক আলোচনার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য, রূপ - রীতি নিয়ে অসংখ্য আলোচনা হয়েছে, বহু চর্চা হয়েছে। তবে, ছোটগল্প যে স্বতন্ত্র সাহিত্য ও অভিনব সৃষ্টি সমালোচক মাত্রই সে ব্যপারে একমত হয়েছেন। এর পাশাপাশি এও স্বীকার্য যে ছোটগল্পের সর্বস্বীকৃত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় নি আজও। রুশ বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ান লেখক চেখভ -এর ছোটগল্প এখনও আপ্লুত করে পাঠককে। মোপাসাঁর ছোটগল্পের নির্মাণ কৌশল আজও সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পো, হেস্‌সে উনিশ ও বিশ শতকীয় এসব গল্প লেখকেরা প্রত্যেকেই প্রশ্নে, জিজ্ঞাসায়, গভীরতায় নিজেদের ছোটগল্পকে অসামান্য করে তুলেছেন। বাংলা ছোটগল্প ভাবনার সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে ছোটগল্প কোন কাহিনির সংক্ষিপ্তরূপ মাত্র নয়, অথবা তা ক্ষুদ্রাকার স্বয়ংসম্পূর্ণ আখ্যান মাত্রও নয়। ছোটগল্প স্বতন্ত্র, স্বাধীন শিল্পকর্ম। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' মাত্র ৪৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হলেও তা যে উপন্যাস, ছোটগল্প যে নয় সেকথা বঙ্কিম জানতেন। তাই, 'ইন্দিরা' নবকলেবর প্রাপ্ত হয় পূনর্মুদ্রণকালে এবং ১৭৭ পৃষ্ঠায় এটি উপন্যাসেরই আদল পায়। অন্যদিকে, 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরী' সম্পর্কে বঙ্কিম বলেছিলেন এগুলি উপকথা। এদুটিই বাংলা ছোটগল্প লেখার প্রথম প্রয়াস। তবে, বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক রূপকার রবীন্দ্রনাথ। জীবনবোধ, পরিণামজ্ঞান, বিন্যাসের সামঞ্জস্য, আত্মদর্শন, প্রতীক নির্মান বাংলা ছোটগল্পেরর প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই পূরিত হল রবীন্দ্রনাথের হাতে। বাংলা ছোটগল্পের তিনি সার্থক ভগীরথ। রবীন্দ্রনাথের অতি অল্পবয়সে লেখা 'ভিখারিণী' (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) ছোটগল্পে যে ভাবপ্রবণ গল্পকার উঁকি দিয়েছিলেন তা গভীরতর হল 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি', 'আপদ', 'দেনাপাওনা' প্রভৃতি এবং ক্রমিক পরিণতি পর্বে 'তিনসঙ্গী' প্রভৃতির অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অন্বেষণের অভিনবত্বে এসে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের উৎসমুখ অর্গলমুক্ত করেছিলেন বলা যায়। এরও আগে আমরা স্মরণ করতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'যামিনী', পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' প্রভৃতি ছোটগল্পের কথা এবং অবশ্যই ঠাকুরবাড়ির কথা। স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ ছোটগল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আগেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকালেই ত্রৈলোক্যনাথ, প্রমথ চৌধুরীও নিজস্ব ঘরানায় উজ্জ্বল করেছিলেন বাংলা ছোটগল্পকে। ত্রৈলোক্যনাথের 'ডমরুচরিত' আকারে বড় হলেও ছোটগল্পের জগতে অভিনবত্ব এনেছিল। আর প্রসঙ্গত এসে পড়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাও, যিনি বাংলা ছোটগল্পে নির্মল হাস্যরসের অন্যতম উদগাতা। আবার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকেও তিনিই অনাবৃত করেন নিজস্ব শৈলীতে। রবীন্দ্রনাথের পরে আরও অনেকেই ছোটগল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। যেমন, প্রমথ চৌধুরীর অনুব্রতী বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী প্রমুখ। কিন্তু রবীন্দ্রপরবর্তীকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'মন্দির' গল্প দিয়ে আত্মপ্রকাশ শরৎচন্দ্রের । শরৎ সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিও এখানে উপস্থাপিত। 'মহেশ', 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'অভাগীর স্বর্গ', 'সতী' প্রভৃতি অসংখ্য ছোটগল্প শরৎচন্দ্রের শক্তিমত্তা প্রমাণ করেছে। সমসময়ে তাঁর মত জনপ্রিয়তা কেউই অর্জন করেননি। কিন্তু শরৎচন্দ্র ও তাঁর অনুব্রতী লেখকদল, যেমন, বিভূতিভূষণ ভট্ট, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায় প্রাধান্য পেয়েছিল মুখ্যত মধ্যবিত্ত বাঙালীর আটপৌরে জীবন। এই জীবনবৃত্তে সমস্যাগুলি সমাজগত হলেও তা মূলত পারিবারিক এবং এই সমস্যা সমাধানের কোন নির্দিষ্ট সূত্রই দেননি উক্ত লেখকদল। ফলতঃ, ছোটগল্পের পরিসর একেবারেই সীমাবদ্ধ-নির্দিষ্ট থেকে গিয়েছিল। ক্রমে এ জাতীয় গল্পের আকর্ষণ কমে আসে আর শরৎগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় একটি বিশেষ সময়ের। এরপরে শুরু হয়েছে ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিকগত নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভগ্ন - বিধ্বস্ততা, আলোড়িত করেছে বাঙালীর জীবনসাধনাকে। এসময় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্য নাড়া দিয়েছিল বঙ্গ সংস্কৃতিকে। এরই উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছিলেন বেশ কিছু লেখক। যেমন — মণীন্দ্রনলাল বসু, দীনেশরঞ্জন দাশ প্রমুখ। সমালোচক যথার্থই লিখেছেন — '... বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক উন্নতির জন্য উচ্চাকাঙ্খার পাশাপাশি সাম্প্রতিক আত্মার সংকটকে উদ্‌ঘাটন করে, স্বপ্ন বিলাসিতার ভিতরে উদ্বাস্তু উদ্বেগকে উপস্থাপন করে, দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে নতুন জিজ্ঞাসায় ব্যাক্তি-স্বরূপের নিঃসঙ্গ

তা ও বিষন্নতা আবিষ্কার করে মণীন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে এক অণাস্বাদিক এবং ইতিপূর্বে অজ্ঞাত জগতের কাহিনি শোনালেন। (পৃঃ ৫৮, বাংলা ছোটগল্পের সূচনা ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুরজিৎ দাশগুপ্ত)। মনীন্দ্রলাল, গোকুল নাগ, দীনেশরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত 'ফোর আর্টস ক্লাব' -এর শিল্পচর্চাই ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের পর একটি বিশেষ মাত্রা পেল। 'কল্লোল'এবং তার সমসাময়িক বেশ কিছু পত্র পত্রিকা, যেমন — 'কালিকলম' (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ)'প্রগতি' (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ), 'সংহতি' প্রভৃতি পত্রিকা ক্রমেই সমকালের তরুণ লেখকদের মুখপত্র হয়ে উঠতে থাকে। এই পত্রিকা গোষ্ঠীর লেখকরাই 'কল্লোল গোষ্ঠী' নামে অভিহিত হতে থাকে কালক্রমে। একদিকে রোমান্টিক অতৃপ্তি, অন্যদিকে সংগ্রাম উত্তর ক্ষুব্ধ-জীবন এই গোষ্ঠী এবং এঁদের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। মনীন্দ্রলাল, দীনেশরঞ্জন ছিলেন এদের অগ্রজ। সমসাময়িক আন্দোলন, দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষিত এই পর্বের লেখকদের ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। এই পরিস্থিতি আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর কালে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, হিটলারের শক্তি যখন অস্তমিত তখন মনীন্দ্রলাল বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় গল্প প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ 'পরিকল্পনা'। এখানে মনীন্দ্রলাল লিখেছিলেন ছোটগল্প 'হলায়ুধের ডায়ারি'। গল্পের প্রেক্ষিতে আছে আগস্ট বিপ্লব। বিপ্লবোত্তর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের উৎকণ্ঠিত বিভ্রান্ত, সংশয়াচ্ছন্ন অবস্থা গল্পটিতে রূপায়িত। সময়-প্রেক্ষিত কিভাবে এ সময়ের ছোটগল্পকে প্রভাবিত করেছিল আলোচ্য গল্পটি তাঁর প্রমান। মনীন্দ্রলালের ভাবনাই ক্রমে উজ্জীবিত করেছিল পরবর্তী তরুনদের। 'কল্লোল গোষ্ঠী'র তরুণদল বিদ্রোহ বিপ্লব ও স্বপ্নাদর্শের সম্পাবনা নিয়ে এসেছিলেন। এঁদের অধিকাংশই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভাঙন ও বিপর্যয়ের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলেন। 'কল্লোল' কেন্দ্রিক সাহিত্য আন্দোলনকে বলা হয় বিদ্রোহের যুগ। এই যুগের ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য বোহেমিয়ান রোমান্টিসিজম্, 'নবীনতার সাধনা', রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং সমাজের অবহেলিত মানুষের প্রতি আগ্রহ প্রভৃতি — 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে ফুটপাথে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তদের এলাকায়'। (পৃঃ ৪৭, কল্লোল যুগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)। প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবির্ভাব এই যুগেই। তিনি 'কল্লোল গোষ্ঠী'র অন্যতম প্রধান। প্রেমেন্দ্র রচনায় তাঁর সময় প্রভাব অনস্বীকার্য; 'সংহতি' ও

'কল্লোল' দুই আদর্শই প্রেমেন্দ্রকে প্রাণিত করেছিল। প্রেমেন্দ্র কবি, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, চিত্রপরিচালক, নাট্যকার প্রভৃতি। কিন্তু প্রেমেন্দ্রের একাধিক শিল্প প্রতিভার মাঝখানে সমুজ্জ্বল তাঁর ছোটগল্পগুলি। ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র নিজ প্রতিভায় সাহিত্যক্ষেত্রে স্বনামধন্য। সমকালে তিনি শিল্প সফল এবং কালোত্তীর্ণ। ছোটগল্পের বিষয় ব্যঞ্জনায় শিল্প নির্মিতিতে প্রেমেন্দ্র এককথায় অসামান্য। প্রেমেন্দ্র শুধু ছোটগল্পের অন্যতম রূপকার নন, রূপগত সূক্ষ্মতায় তিনি অনায়াস—বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণেও প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পের নিজস্ব মূল্য আছে। প্রেমেন্দ্রের সাহিত্য রচনাকালে স্বমহিমায় বিরাজিত রবীন্দ্রনাথ। আছেন শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ। অন্যদিকে, রবীন্দ্র স্বীকরণের পাশাপাশি তখন এসেছে রবীন্দ্র বিরোধিতার যুগ। এসেছে 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি'র যুগ এবং তারও পূর্ব রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠী। যার অন্যতম পথিকৃৎ নজরুল, মোহিতলাল প্রমুখ। এ সমস্ত যুগবৈশিষ্ট্য ধারণ করে উত্তরাধিকার বহন করে ও প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রেমেন্দ্র কোথায় কিভাবে অনন্য হয়ে উঠলেন আমাদের সামগ্রিক গবেষণা কর্মে তাই আমাদের বিবেচ্য। এইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যিক হিসেবে অবস্থান সময়। সময়ই তৈরি করে মানবমনন, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা ঘটনাবলি, দেশীয়, আন্তর্জাতিক নানা প্রেক্ষিত সাহিত্যের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা হয়ে ওঠে। বাংলা ছোটগল্পেরও ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্রের এই অবস্থান, তাঁর রচনায় সময়ের প্রভাব এবং কোথায় প্রেমেন্দ্র নিজস্বতায় অনন্য হয়ে উঠলেন—সামগ্রিক আলোচনায় তাও আমাদের বিবেচ্য। প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রেমেন্দ্রের সময় ও সমকাল উঠে এসেছে আমাদের আলোচনায়। অস্থির উত্তাল সময়, বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিধ্বস্থতা, ভগ্ন রোমান্টিকতা, নৈরাশ্য প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পেরও বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রেমেন্দ্র রবীন্দ্র উত্তর 'কল্লোল', 'কালিকলম' যুগের সার্থক রূপকার। এইসঙ্গে 'সংহতি' পত্রিকার সাম্যবাদী আদর্শ প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পকে প্রভাবিত করেছিল। 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে বিশ্বসমরোত্তর ভাঙন ও বিপর্যয়ের কথা বলেছেন অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রেমেন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভাও এই সময়েই বর্ধিত হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেব বসু দুটি বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী ও পরবর্তীকালের সাহিত্যকে 'Post-War' সাহিত্য বলে উল্লেখ করেছেন 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালের সাহিত্যকেই মূলত বুদ্ধদেব বসু এই তকমায় অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই অতি আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব, অন্তত

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যেখানে আধুনিকতার জন্ম হচ্ছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে, সেখানে অতি আধুনিক সাহিত্যের উৎপত্তিতে পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এভাবেই আলাদা হয়ে গেছে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাহিত্য পরিকাঠামো। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সামান্য ঋণ আছে—একথা একেবারে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু, শিল্পে বিষয় ও সংরূপগত আলোচনায় প্রেমেন্দ্র এই প্রভাবকে সম্পূর্ণত স্বীকরণ করতে চান নি—এও সত্য। তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে মাঝখানে রেখে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের আলোচনা বিস্তৃত করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়কালে প্রেমেন্দ্র সদ্য কৈশোরপ্রাপ্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব অপেক্ষাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব পটভূমি প্রেমেন্দ্রের মানসকে অনেক বেশি প্রাণিত করেছে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের প্রভাব প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যে স্থায়ী হয়েছিল। দীর্ঘজীবী প্রেমেন্দ্র (১৯০৩ খ্রিঃ - ১৯৮৮ খ্রিঃ) নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দীর্ঘ জীবৎকালে। এই পর্বভাগে অবশ্য পূর্বাপর কিছু বৈশিষ্ট্য কোন কোন গল্পে এসে পড়তেও পারে। কিন্তু, মূলতঃ সময় প্রভাবগত বৈশিষ্ট্যে দুটি পর্ব স্বতন্ত্রই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্পের তিনটি খণ্ড (ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রকাশিত) এবং দে'জ প্রকাশিত নির্বাচিত গল্প প্রভৃতি প্রেমেন্দ্র ছোটগল্প আলোচনার অন্যতম সহায়ক। প্রেমেন্দ্র নিজেও তাঁর আত্মকাহিনী 'নানা রঙে বোনা' রচনাগ্রন্থে জীবনের বিশেষত সাহিত্য জীবনের নানা কাহিনী বলেছেন। প্রেমেন্দ্রের লিখিত সেই আত্মজীবনীও আমাদের আলোচনায় অন্যতম দিশারী। এছাড়া সমালোচনামূলক নিবন্ধ, আলোচনা গ্রন্থগুলি তো আছেই। তবে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য সমালোচনায় সব মতের সঙ্গে আমরা সহমত নই। যেমন, একটা সময় ভাবা হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মধ্যবিত্ত জীবনের সার্থক রূপকার। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পের সার্বিক বিচারে উঠে এসেছে যে জীবন তা শুধুই মধ্যবিত্তের নয়, সেখানে দারিদ্র্য আছে, সর্বহারার হতাশা আছে, নিম্নবিত্তের বেদনা আছে, মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব সংশয়ও আছে। আবার, মধ্যবিত্ত আখ্যাও অনেকক্ষেত্রেই বিশ্লিষ্ট হয়েছে। মধ্যবিত্তের নানা স্তরক্রমও লক্ষ্য করা গেছে। যেমন — আভিজাত্যে ও কৌলীন্যে উচ্চবিত্ত জমিদারগণ এবং উপার্জিত অর্থ সম্পত্তি অনুযায়ী সমাজের উচ্চবর্গীয় মানুষজন। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্ভব মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে। এই উৎপত্তি অনিবার্যই ছিল। বিশেষত নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়

মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে উঠে এসেছিল এই উচ্চবিত্তের কাঠামোয়। আবার, প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনেক গল্পকে বলা হয়েছিল 'রহস্যময় গল্প'। এই ধারায় ছিল — 'হয়ত', 'দেয়াল', 'মন্দির', 'কুয়াশায়' প্রভৃতি গল্প। কিন্তু এ গল্পগুলিকে আমরা নির্দিষ্ট করেছি মনস্তাত্ত্বিক গল্প বলেই। কারণ, বিজ্ঞানমনস্ক প্রেমেন্দ্রের ক্ষেত্রে 'রহস্য' শব্দটির ব্যবহার অপ্রাসঙ্গিক-অবস্তব বলে আমাদের মনে হয়। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী প্রেমেন্দ্রের বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধের সংখ্যা কম না। যেমন — আবার তিনি কল্পবিজ্ঞানের গল্প -উপন্যাসও লিখেছেন — 'মনুদ্বাদশ' প্রভৃতি। ঘনাদার গল্পেও অবাস্তব-অতিবাস্তব জগৎ ভিন্ন তাৎপর্যে রূপায়িত। আবার, প্রেমেন্দ্র গোয়েন্দা গল্প, বা অ্যাডভেঞ্চার গল্পও লিখেছেন, যেমন — পরাশর বর্মার সিরিজ কিংবা ভূতের গল্প, 'হানাবাড়ি' প্রভৃতি। কিন্তু তা তাঁর গল্পকৌশলমাত্র। গল্পকৌশলকে লেখকের মনন-অন্যুসৃত বলেই ভাবা যেতে পারে, এর বেশী কিছু নয়। আর, আলোচ্য গল্পগুলিতেও ইচ্ছে করেই পাঠকের কৌতুহল জাগ্রত রাখতে লেখক সে কৌশল বুনোট করেছেন, — চতুর্থ অধ্যায়ে গল্প আলোচনা করে তা আমরা দেখিয়েছি। সুতরাং এ গল্পগুলো 'রহস্য' গল্প বলে মেনে নেয়া যাচ্ছে না। স্তরবিন্যাস যেমন স্পষ্ট প্রেমেন্দ্রের গল্পে তেমনি শ্রেণীগত বিভাজনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যের কারণে। প্রসঙ্গত—রোমান্টিক গল্প, দাম্পত্য জীবন গল্প, সামাজিক পটপরিবর্তনসূচক গল্প, মনস্তাত্ত্বিক গল্প, রাজনৈতিক গল্প, অবহেলিত জনশ্রেণীর গল্প, মানবিক চেতনা ও মূল্যবোধের গল্প, হাস্যরসাত্মক গল্প প্রভৃতি শ্রেণীকরণ এখানে প্রাসঙ্গিকহয়ে ওঠে। প্রেমেন্দ্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছোটগল্পকেও বিচিত্রতর করেছে। তাই চিত্রনাট্য লেখার ধরণে, সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার ধরনেও তিনি গল্পবিষয়কে সাজিয়েছেন। এইভাবে দুটি পর্বের বিচিত্র, বিপুল বৈভবে সমৃদ্ধ প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পগুলি সন্নিবেশিত। দুটি পর্বে বিভিন্ন শ্রেণীতে ক্রমবিন্যাস অনুসারে প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পের বিষয় বিশ্লেষণ করা হবে এবং শিল্পরীতিগত বৈশিষ্ট্যগুলিও পর্যায়ক্রমে আলোচিত হবে। আমাদের আলোচনাধারায় প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পধারাকে দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে মাঝখানে রেখে এই পর্ববিভাজন করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেই এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। তাই, প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপর্বে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের বিষয় আলোচনা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তর পর্বে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের বিষয় পর্যালোচনা — এভাবেই পর্ব দুটি বিভাজিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পূর্বপ্রেক্ষিত তথাকথিত তরুণ লেখকদলকে

প্রভাবিত করেছিল অনেক বেশী। এই তরুণদলের অধিকাংশই ছিলেন 'কল্লোলীয়' লেখক। এঁদেরই অন্যতম ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ), মার্কসবাদের প্রচার (১৯৩১ - '৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ), মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং বিপ্লববাদ ও সরকারের বিপ্লব দমন প্রচেষ্টা, অতি আধুনিক এই গল্প লেখকদের মানসগঠনে সাহায্য করেছিল। প্রেমেন্দ্রও এর ব্যাতিক্রম নন। স্বভাবতই প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কালে প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভাও বর্ধিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে প্রেমেন্দ্র তাঁর সময়ের অন্যান্যদের মতই গল্পকার হিসেবে জীবনের নিরূপায় ব্যর্থতা ও অসহায় আদর্শচ্যুতি কথাই বলেছেন। এই পর্ব গল্পকার প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্প রচনার প্রথম পর্ব। প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রেমেন্দ্র ছোটগল্পধারার এই ধারায় গল্প সংকলনের সংখ্যা নয়টি। এই সময়ধারায় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে গল্পকার হিসেবে প্রেমেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ ('শুধু কেরাণী') থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প। যেমন — 'শুধু কেরাণী', 'পুন্নাম', 'ভবিষ্যতের ভার', 'সাগর সঙ্গমে' , 'হয়ত', 'মহানগর', 'কুয়াশায়' প্রভৃতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক বিধ্বস্ততা ও রাজনৈতিক অরাজকতা এনেছিল সমাজগত নৈতিক বিধ্বস্ততা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর প্রবল বন্যায় শস্যহানি ও তার ফলে মন্বন্তর, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা (১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতালাভ (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) মননশীল বাঙালীকে আশাহত করেছিল। ক্রমে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল দুর্নীতি, কালোবাজারি, নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি। মধ্যবিত্ত বাঙালীর দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রভাবিত করেছিল বাংলা সাহিত্যকে প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পেও নানাভাবে এসে পড়েছে সেই অভিঘাতগুলি। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন প্রেমেন্দ্র তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য — 'তেলেপাপোতা আবিষ্কার', 'লেভেল ক্রসিং', 'ষ্টোভ', 'জলপায়রা', 'হারানো মেয়ে', 'সাপ', 'বাঘ', 'ম্যাজিক', 'ইকেবানা', 'দৌবারিকের দু'কলম' প্রভৃতি। এই পর্যায়ে গল্পসংকলন সংখ্যা প্রায় ষোলটি। শ্রেষ্ঠ গল্প, নির্বাচিত গল্প সংকলনে প্রেমেন্দ্র প্রতিভা প্রতিষ্ঠিত। এই বিভাজনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে। কারণ, প্রেমেন্দ্রের জীবনসাধনা সম্পর্কে — নিজ পরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে তিনিই ছিলেন ওয়াকিবহাল। তাই তিনি আর্টের সততা রক্ষায়

বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাই, আর্ট এর বিষয় নিয়ে যেমন, তার ফর্ম নিয়েও অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন প্রেমেন্দ্র তাঁর ছোটগল্পে। চিত্রনাট্যের আদলে লেখা গল্পে, ('ইকেবানা', 'ঘটনা সামান্য'), সাংবাদিকতার ধরনে লেখা গল্পে ('দৌবারিকের দু'কলম'), আত্মকথনরীতিতে, বর্ণনা কৌশলে তিনি পাঠকের কৌতুহল জাগিয়ে রাখতে পারেন। প্রাদেশিক উপভাষাও তাঁর গল্পের সংলাপ হয়ে ওঠে ('মোট বারো') আবার মিশ্র বিদেশী ভাষাতেও কথা বলে তাঁর গল্পের চরিত্ররা ('দিবাস্বপ্ন')— এ সবই বিষয়ভাবনার শর্ত হিসেবেই পালিত হয়। ছোটগল্পের পরিসরে মুহূর্তেই কখনও তাঁর বিষয় হয়ে ওঠে, ('মেয়েটি')। কখনো আকস্মিকতা, কোথাও স্মৃতি অবলম্বন করে গড়ে ওঠে তাঁর গল্প কথনরীতি। কখনওই ষ্টেশন, কখনওই সেতু, কোথাও বা অপেক্ষারত মানুষকেও তিনি পরিচয় করান সম্পূর্ণ নতুনভাবে। 'গোটা মানুষের মানে' খুঁজতে চেয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র। মানবচরিত্র তাঁর ছোটগল্পের প্রধান বিষয়। চরিত্রের তীব্র তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে প্রেমেন্দ্র সিদ্ধহস্ত। মর্মভেদী বিশ্লেষণে তিনি দেখান মানুষের অর্ন্তস্থলের চিত্ররূপ। তবে প্রেমেন্দ্র মানুষের কবি — তিনি হিউম্যানিস্ট— রিয়েলিস্ট বা ন্যাচারালিস্ট তিনি নন। তাই মানুষকে মানুষ বলেই চিহ্নিত করেন তিনি। 'বাঘ' গল্পের চরিত্রমুখে তিনি লেখেন — 'বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক শিল্পী রাজনীতিক যে যাই করুক, জীবনের বোঝবার-বোঝাবার কঠিনতম সাধনা যে একমাত্র সাধনা যে একমাত্র সাহিত্যের, এ দম্ভ আপনাদের (লেখকদের) আবার ফিরে পাওয়া দরকার।' (পৃঃ ৫১, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খন্ড)। এভাবেই প্রেমেন্দ্রের তাঁর সমকালের অন্যান্যদের তুলনায় প্রেমেন্দ্র তাঁর নিজভাবনার স্বাতন্ত্র্যেই অনন্য হয়ে ওঠেন। তাঁর সময়ে অগ্রজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর মিল-অমিল লক্ষণীয়। আবার 'কল্লোল গোষ্ঠী'র অন্যতম বুদ্ধদেব বসু কিংবা অচিন্ত্যকুমারের সমধর্মি হয়েও তিনি নিজস্বতায় একক। সমাজতন্ত্রবাদের পৃষ্ঠপোষক প্রেমেন্দ্র তাঁর অনুজ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত রিয়েলিস্ট নন। কিংবা তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিশেষ আঞ্চলিক নন তিনি। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে প্রকরণগত মিল সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র নিজস্বভাবনায় আলাদা। এভাবেই প্রেমেন্দ্র তাঁর নিজ আদর্শে সমকালীন ও পূর্ববর্তীদের থেকে নিজ ভাবনায় স্বতন্ত্র।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন ও সাহিত্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব ও উত্তরকালে প্রেমেন্দ্রের গল্পে পর্ববিভাজন, প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে প্রেমেন্দ্রের গল্পবিষয় আলোচনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে গল্পগুলির

পর্যালোচনা, প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পগুলি শিল্পরূপগত আলোচনা, অন্যান্যদের তুলনায় প্রেমেন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য বিচার — এভাবেই ক্রমিক আমাদের গবেষণাকর্মের অধ্যায়গুলি সজ্জিত করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলে গবেষকের পরিশ্রম সার্থক হবে।